দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB নগর সংস্করণ
১৫তম বর্ষ ।। ১৯৫তম সংখ্যা ।। ঢাকা, মঙ্গলবার ।। ৫ পৌষ ১৪০৭ ।। ২২ রমজান ১৪২১ হিজরী ।। 19 DECEMBER 2000 ।।

অস্ট্রেলিয়ান প্রযুক্তির পলিমার নোট এশিয়ান দেশগুলোতে কদর পাচ্ছে

সিডনি (এএফপি) ঃ বিশ্বের অনেক দেশেই কাগজের নোটের কদর কমে আসছে। সেই স্থান দখল করছে প্লাস্টিকের তৈরী পলিমার নোট। বিশেষ করে, এশিয়ায় পলিমার নোটের কদর বাড়ছে ব্যাপক হারে। অস্ট্রেলিয়ার তৈরী পলিমারের নোট বিভিন্ন দেশের ব্যাংক নোট উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা করেছে। টেকসই, পরিচ্ছন্ন এবং নিরাপদ এই নোটের উৎপাদন খরচও অপেক্ষাকৃত কম। পলিমারের নোট ঠাণ্ডায় সুরক্ষিত থাকে। এটি আর্দ্রতারোধক এবং পানি, ঘাম, তেল বা অন্য অনেক তরল পদার্থ থেকেই নিরাপদ থাকে। এই নোট সহজে ছেঁড়াও যায় না। খুব অল্প সময়েই পলিমার নোট স্যাতেস্যাতে বা বৈরী আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে মানানসই হতে পারে।

পলিমার নোট তৈরী করছে নোট প্রিন্টিং অস্ট্রেলিয়া। এটি অস্ট্রেলিয়ার রিজার্ভ ব্যাংকের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। নোট প্রিন্টিং অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী জন লিকেনবি বলেন, প্রচলিত কাগুজে নোট বাদ দেয়ার জন্য এটা হচ্ছে একটি আধুনিক প্রযুক্তিগত উদ্যোগ। অনেক দেশের সরকারই এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাংক নোটের ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা করতে আগ্রহী। আমরা এই অগ্রগতির ঘটনা অনেক দেশকে জানাচ্ছি। তবে সব কাগুজে নোটের পরিবর্তে এ ধরনের পরিবর্তন দ্রুত সম্ভব নয়। এ জন্য কিছু সময় লাগবে।

অস্ট্রেলিয়ার উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তি বিশ্বের ১২টিরও বেশী দেশ ব্যবহার করছে। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও কুয়েতে পলিমার নোটের ব্যবহার হচ্ছে ব্যাপক হারে। আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু দেশ নতুন প্রযুক্তির এই নোট প্রচলনের ব্যাপারে রীতিমতো প্রতিযোগিতায় নেমেছে। গত সপ্তাহে ১৪ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশ এই প্রযুক্তিতে পদার্পণ করে দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। ফলে, পলিমারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় প্রথম ১০ টাকা মূল্যমানের পলিমারের নোট ইস্যু করা হয়। সবার আগে এই নোট হাতে পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ বিভিন্ন শাখা ব্যাংকগুলোতে জনগণের প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

অন্যান্য দেশের মতই বাংলাদেশে পলিমারের নতুন ১০ টাকার নোট। এতে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি এবং একটি পরিষ্কার অংশের পাশেই রাখা হয়েছে নিরাপত্তা বেষ্টনী। ফলে এই নোট নকল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

১৯৮৮ সালে অস্ট্রেলিয়া প্রথমবারের মত পলিমার নোট প্রচলন করে। এরপর থেকে নোট জাল হওয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে।

এ ব্যাপারে জন লিকেনবি বলেন, সব ধরনের কাগুজে নোটের চেয়ে এই নোট বেশী টেকসই। কাগজের চেয়ে পলিমার ৫ গুণ বেশী সময় টিকবে। যেসব দেশ পলিমার প্রযুক্তি নিচ্ছে, তাদেরকে বারবার নোট ছাপানোর ঝামেলা পোহাতে হবে না। এতে অর্থনৈতিক সাশ্রয় হবে।

তিনি আরও বলেন, পলিমার নোট দেখতে ভাল। স্বাস্থ্যসম্মত এবং পরিচ্ছন্ন হওয়ায় জনগণও তা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করে। একজন পর্যটকের প্রথম দৃষ্টি পড়ে ঐ দেশের মুদ্রার ওপর। পরিচ্ছন্ন ও আকারে ভাল একটি ব্যাংক নোট পর্যটককে উৎসাহিত করে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, বিকল্প হিসেবে পলিমার পরিবেশের জন্য সহায়ক।

নতুন এই প্রযুক্তি প্রচলন করা বিশাল কোনও ঘটনা বা আয়োজনের ব্যাপার নয়। কাগুজে নোট তৈরীতে যেসব যন্ত্রপাতি স্থাপন করার প্রয়োজন হয়, ঠিক একই ধরনের যন্ত্রপাতি পলিমার নোট তৈরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে পলিমার নোটের নিরাপত্তা বেষ্টনীর জন্য মাত্র একটি অতিরিক্ত মেশিনের প্রয়োজন পড়ে।

প্রযুক্তির ব্যাপারে পলিমার নোটের নকশা ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নোট প্রিন্টিং অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী জন লিকেনবি বলেন, বাংলাদেশের মত আবহাওয়া ও অর্থনৈতিক অবস্থার দেশগুলোতে নোট ছাপানোর প্রযুক্তি চালু করা অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই সাশ্রয়ী।

THE BANGLADESH OBSERVER
DHAKA TUESDAY DECEMBER 19, 2000 POUSH 5, 1407 RAMZAN 22, 1421 16 PAGES

Polymer rapidly replacing traditional paper bank notes

A Bangladeshi girl shows the first Polymer currency note, commemorating the country's 29th Independence day in Dhaka, Saturday Dec.16, 2000. Bangladesh central bank has released the 10 taka (approx. 20 U.S. Cents) polymer note that bears a portrait of the Father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and the national mosque Baitul Mukarom. On the reverse side is a picture of the national parliament building. -AP

SYDNEY, Dec 18:—Cotton-based paper banknotes are increasingly being dumped, particularly in Asia, and replaced by a polymer version, reports AFP.

The new notes, developed in Australia, are revolutionising the way countries produce their currency, providing more cost effective, durable, clean and secure.

The banknotes, with their protective overcoats, are impervious to moisture and resist water, sweat, oil and other contaminants. They are also difficult to tear.

In short, they suit environments where humid and adverse weather conditions prevail.

"We see it as a step beyond the traditional paper banknote. A lot of progressive governments are adopting this technology," said John Leckenby, chief executive of Note Printing Australia, a subsidiary of the Reserve Bank of Australia which designs and produces the banknotes.

"We are in the process of telling the story to as many countries as we can but change doesn't happen quickly," he told AFP.

The Australian technology is already being used by more than a dozen countries, including Malaysia, Singapore, Thailand and Kuwait, with Africa and the Middle East the next targets.

Last week Bangladesh jumped on board, which with a population of 140 million, represents a significant step forward in the international adoption of polymer.

Bangladesh issued its first polymer note, the 10 Taka, on Thursday with crowds in Dhaka clamouring to be the first to get their hands on it.

As with polymer notes in other countries, the new Taka, which features a portrait of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, has a clear window — a key security features which makes it difficult to forge.

Since Australia became the world's first country to adopt polymer in 1988 reports of counterfeiting have dropped significantly.

But the key advantage over paper is its disability, according to Leckenby.

"Durability has all sorts of spin offs," he said. "It lasts five times as long as paper which means countries adopting polymer technology will need to reprint their banknotes far less often.

"This means considerable cost savings to the country's economy in reordering, processing, withdrawal and disposal.

"It also looks better and people feel better using notes that are clean and hygienic. The first thing a tourist sees is a country's currency. If its clean and in good shape it's encouraging."

Polymer is also seen an environmentally friendly alternative.

Whereas old paper notes were burned or buried in Australia, polymer is recycled and used again in products such as compost bins and wheelbarrows.

And installing the new technology isn't a big deal. The notes are run through the same equipment that produces paper currency. The only difference is one additional piece of machinery to overcoat the note.

"For a country with climatic and economic conditions like Bangladesh the technology transfer model not only makes the supply of notes more economic, but the adoption of this state-of-the-art capability becomes a valuable addition to their expanding industrial bases," said Leckenby.

Australia has international patents on the product, from which it earns tens of millions of dollars in annual export earnings.